বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের কেন্দ্র বিন্দুতে বরিশাল জিলা স্কুল অবস্থিত। বরিশাল জিলা স্কুলের পূর্ব পার্শ্বে রয়েছে সার্কিট হাউস, দক্ষিণে পুলিশ লাইনস্, পশ্চিমে টেকনিকাল স্কুল এন্ড কলেজ, উত্তরে ব্রাউন্ড কমপাউন্ড আবাসন এলাকা। ইহা সিটি কর্পোরেশনের ১৬নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত। ইহার তিন তলা বিশিষ্ট তিনটি ভবন রয়েছে যা দেখতে অনেকটা ইউ আকৃতির মতো। দক্ষিণমুখী মূল ভবনের নীচ তলায় শ্রেণিকক্ষ, স্পোর্টস রুম, স্কাউট ডেন, বিএনসিসি কক্ষ; দ্বিতীয় তলায় প্রশাসনিক কার্যক্রম (প্রধান শিক্ষক কক্ষ, সহকারি প্রধান শিক্ষক কক্ষ, অফিস কক্ষ), টিফিন রুম, এডি সফ্ট কম্পিউটার কক্ষ, শিক্ষক মিলনায়তন, পদার্থ বিজ্ঞান ল্যাব; তৃতীয় তলায় মাল্টিমিডিয়া প্রোজেক্ট কক্ষ, শ্রেণিকক্ষ ও জীব বিজ্ঞান ল্যাব. রয়েছে। পশ্চিম ভবনের নীচ তলায় শ্রেণিকক্ষ, দোতলায় মাল্টিমিডিয়া পাওয়ার প্রোজেক্ট, শ্রেণিকক্ষ, তৃতীয় তলায় লাইব্রেরি, রসায়ন ল্যাব, গণিত ল্যাব. রয়েছে। অডিটরিয়াম না থাকায় পূর্ব ভবনের নিচ তলায় সাংবাৎসরিক বিভিন্ন কার্যক্রমঃ সভা, কর্মশালাসহ অন্যান্য অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়ে থাকে। দ্বিতীয় তলায় কম্পিউটার ল্যাব, তৃতীয় তলায় শ্রেণিকক্ষ রয়েছে। মূল ভবনের সামনে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ফুলের বাগান, খেলার মাঠ, বাস্কেটবল গ্রাউন্ড, মসজিদ রয়েছে। পশ্চিম ভবনের পশ্চিমে একপাশে একটি পুকুর, অন্যপাশে প্রধান শিক্ষকের বাসভবনসহ একটি কোয়াটার ভবন রয়েছে; তার পশ্চিমে স্কুলের কলেজ ভবন ও বিরাট খেলার মাঠ রয়েছে। যা বর্তমানে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় এর অস্থায়ী ক্যাম্পাস হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বিদ্যালয়ের মোট আয়তন প্রায় ১২ একর। বরিশাল জিলা স্কুল দক্ষিণ বঙ্গের একটি অনন্য ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই স্কুলের স্বানামধন্য ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম হলেন অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শের-ই-বাংলা এ.কে. ফজলুল হক, শরৎচন্দ্র গুহ, ক্ষেত্রমোহন ঘোষ, যোগেশচন্দ্র, সাবেক মহামান্য রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাস, মাননীয় শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু প্রমুখ। বিদ্যালয়ে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে, শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টিতে, নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনে, ছাত্রদের সুশৃঙ্খল ও সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পড়ালেখার পাশাপাশি সহপাঠ্যক্রমিক বিষয়সহ অত্রবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীবৃন্দ সারা বছর ধরে বিভিন্ন কর্মাকান্ডে অংশগ্রহণ করে থাকে। এখানে বিভিন্ন কর্মকান্ডের কিছু অংশ সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হল। স্কুল ইউনিফর্মঃ স্কুল ইউনিফর্ম হল সাম্যের প্রতীক। স্কুল ইউনিফর্ম হলো- সাদা ফুলশার্ট/হাফ শার্ট, সাদা প্যান্ট, সাদা কেড্স, কালো বেল্ট, স্কুল ব্যাজ। মাথার চুল থাকবে আর্মি কাট। প্রারম্ভিক সমাবেশঃ বিদ্যালয়ের নিত্যদিনের কর্মসূচীর শুরুতেই রয়েছে ছাত্রদের প্রাত্যহিক সামবেশ। প্রভাতি ও দিবা শাখার সহকারী শিক্ষক যথাক্রমে জনাব মোহাম্মদ সোহরব হোসেন (প্রভাতি) এবং জনাব মোঃ সিরাজ সিকদার (দিবা) ও জনাব মোঃ সহিদুল ইসলাম (দিবা) সহ সকল শ্রেণি শিক্ষক এবং অন্যান্য সকল শিক্ষকবৃন্দের আন্তরিক সহযোগিতায় এ সমাবেশ অত্যন্ত সুন্দরভাবে পরিচালিত হয়। প্রধান শিক্ষক যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। ছাত্রবৃন্দ সমাবেশের প্রথম ভাগে শরীরচর্চায় অংশগ্রহণ করে থাকে। পাঠ্যসূচীঃ নতুন বছর শুরু হবার পূর্বেই শিক্ষকগণ সুচিন্তিত এবং বাস্তবধর্মী পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করে থাকেন। সরকার নির্ধারিত পরীক্ষা-পদ্ধতির সাথে সামাঞ্জস্য রেখে এই পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। পাঠ্যসূচীতে ১ম সাময়িক এবং ২য় সাময়িক পরীক্ষা সমূহের পাঠ্যবিষয়, প্রশ্নের ধারা, মান বন্টন লিপিবদ্ধ থাকে। বছরের শুরুতেই ছাত্রদের নিকট সিলেবাস, প্রাত্যহিক ক্লাস রুটিন, দৈনিক পাঠের বিবরণী প্রদান করা হয় যাতে সংযোজিত রয়েছে জাতীয় সংগীত, শপথ বাক্য, বিদ্যালয় পরিচিতি, পরীক্ষা পদ্ধতি, ছাত্রদের জন্য আচরণ ও বিশেষ উপদেশ- নির্দেশাবলী, সম্মানীত অভিভাবকদের প্রতি বিভিন্ন রকম তথ্যাবলী, পুরস্কারসহ বিভিন্ন সহ পাঠ্যক্রমিক বিষয়াবলী, ১০ম শ্রেণির ছাত্রদের নিয়ে শিক্ষাসফর, বিদ্যালয়ের ছুটির তালিকা, পরীক্ষা সূচী, বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ ও মহাপুরুষের বাণী, শিক্ষক পরিচিতি ইত্যাদি। বই বিতরণ উৎসবঃ বর্তমান সরকারের সবচেয়ে ব্যয়বহুল ও সফল উদ্যোগ হল- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষাবর্ষের শুরুতে উৎসব মুখর পরিবেশে ০১ জানুয়ারি দেশের প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে নতুন পাঠ্যবই বিনা মূল্যে বিতরণ যা বই বিতরণ উৎসব অভিধায় অভিষিক্ত। সরকারের এ মহতী উদ্যোগের ফলে শিক্ষার সুযোগ সকলের জন্য সহজ ও উন্মুক্ত হয়েছে। বিদ্যালয়ের প্রথম কার্যদিবস থেকেই পূর্ণ্যোদ্যমে শ্রেণির কাজ শুরু হয়। বিরতি ও জলযোগঃ বিরতিহীনভাবে পাঠগ্রহণে ছাত্রদের দেহ-মনে ক্লান্তির ছাপ পড়ে। এ ক্লান্তি নিরসনে প্রভাতি শাখায় ৪র্থ ঘন্টার পর এবং দিবা শাখায় ৩য় ঘন্টার পর ৩০ মিনিটের জন্য বিরতিসহ দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকের তত্ত্ববধানে টিফিনের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। প্রভাতি শাখায় এ দায়িত্ব পালন করেন জনাব মোঃ ফারুক আলম এবং দিবা শাখায় জনাব রেহানা বেগম। ছাত্রদের শারীরিক অবস্থার দিক বিবেচনা করে মৌসুমী ফল, উন্নত মানের বিস্কুট, কেক, পেটিস, ডেনিস, ভেজিটেবলরোল এবং রুচি সম্মত টিফিনের ব্যবস্থা রাখা হয়। বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানের দিনগুলোতে উন্নতমানের টিফিন সরবরাহ করা হয়। গ্রন্থাগারঃ জ্ঞানের পরিধি বাড়ানোর জন্য গ্রন্থাগারের বিকল্প নেই। খেলাধুলা যেমন শারীরিক স্বাস্থ্য সুন্দর রাখে তদ্রূপ বই পড়লে মানসিক স্বাস্থ্য সুন্দর ও প্রাণবন্ত হয়। সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে লাইব্রেরিয়ান পদ না থাকা একটা বড় সমস্যা। তবুও প্রধান শিক্ষকের ঐকান্তিক আগ্রহে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান পিপাসা মেটাতে সাংবাৎসরিক একজন সহকারি লাইব্রেরিয়ান (বেসরকারি) হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত আছেন মোসাঃ উম্মে ফাতেমা খাতুন। গবেষণাগারঃ বর্তমান যুগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। ছাত্রদের হাতে-কলমে পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে জ্ঞানদান করার মহতী লক্ষ্যে এ বিদ্যালয়ের ৪টি কক্ষ ল্যাবরেটরী হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। প্রভাতি শাখায় ল্যাবরেটরীরতে সমন্বিতভাবে দায়িত্বে আছেন-গণিত- জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন রাড়ী, এইচএম মাসুদুর রহমান ও মোহাম্মদ জাকির হোসেন খান, পদার্থ বিজ্ঞান- জনাব দুলাল চন্দ্র বণিক, জীববিজ্ঞান- জনাব মোঃ ফারুক আলম, রসায়ন- মোসাঃ হোসনে আরা লিপি। দিবা শাখায় রয়েছেন গণিত- জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির, রবীন কুমার শীল, মোঃ খলিলুর রহমান তালুকদার, পদার্থ বিজ্ঞান- জনাব আবু সাঈদ, রসায়ন- নুরুন্নাহার লিপি, জীববিজ্ঞান- জনাব হাসিনা মমতাজ রিনা , মোসাম্মৎ ইয়াসমিন আক্তার। বার্ষিক মিলাদঃ ধর্মীয় অনুশাসন মানুষের মনকে শান্ত করে। শান্তির প্রচ্ছায়ে মানব জীবনের সমাপ্তি হোক এ আমাদের কাম্য। বার্ষিক মিলাদ অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে আয়োজন করেন প্রভাতি ও দিবা শাখার শিক্ষকগণ। প্রভাতি শাখায় প্রধানতঃ এ দায়িত্ব পালন করছেন জনাব মোঃ আবু ছাইদ ও জনাব মোঃ হোছাইন। দিবা শাখায় জনাব মোঃ নাজমুল ইসলাম আকন ও জনাব মোঃ আবুল কালাম। ছাত্রদের মধ্যে মহানবীর জীবনী বিষয়ক রচনা, হামদ্, নাত-ঈ-রাসূল, উপস্থিত বক্তৃতা এবং কেরাত প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। বার্ষিক মিলাদ অনুষ্ঠানের দিন ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীদেরকে পুরস্কৃত করা হয়। সরস্বতী পূজাঃ ধর্মের প্রাধান্য সকলের অন্তরে অধিষ্ঠিত হোক এ আমাদের প্রত্যাশা। সনাতন ধর্মের অনুসারী হিন্দু ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মচারীবৃন্দ সমবেতভাবে প্রধান শিক্ষকের সার্বিক সহযোগিতায় বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী মায়ের পূজার আয়োজন করে থাকেন। পূজার শেষে পবিত্র গীতা পাঠ ও ভক্তিমূলক সংগীত প্রতিযোগিতার আয়োজন করে পুরস্কার প্রদান করা হয় এবং পরিশেষে মায়ের প্রসাদ বিতরণ করা হয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিঃ বিজ্ঞানীদের অত্যাশ্চর্য উদ্ভাবন- কম্পিউটার আবিষ্কার। বর্তমানে তথ্য প্রবাহের যুগে জীবনের প্রয়োজনে এর ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। আজ এর পরিধি অনেক বিস্তৃতি লাভ করেছে। বর্তমানে শ্রেণিকক্ষে ডিজিটাল কনটেন্ট ব্যবহার করে পাঠদান আকর্ষণীয় ও সহজ করা হয়েছে। সম্প্রতি সরকার শিক্ষার্থীদের ডিজিটাল নেটওয়ার্কে নিয়ে আসার জন্য তাদের কাছে বিনামূল্যে ল্যাপটপ বিতরণ শুরু করেছেন। বিষয় হিসাবে কম্পিউটারের নামের স্থলে হয়েছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ওঈঞ)। এ বিভাগে দায়িত্বে আছেন প্রভাতি শাখায় জনাব মোঃ ফারুক আলম ও দিবা শাখায় জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির। শারীরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ও খেলাধুলা এবং বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাঃ সুন্দর স্বাস্থ্য সকল সুখের মূল। খেলাধুলার মাধ্যমে শৃঙ্খলাবোধ, নিয়মানুবর্তিতা, সংযম, উদারতা, কর্মদক্ষতা ও শরীর এবং মনের পূর্ণ বিকাশ ঘটে। বর্তমান সরকার শারীরিক শিক্ষার গুরুত্ব সদয় বিবেচনা করে ৬ষ্ঠ -১০ম শ্রেণি পর্যন্ত শারীরিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেছেন এবং ছাত্ররা এবছরই এসএসসি পরীক্ষায় প্রথম বারের মত ১০০ নম্বরের পরীক্ষা দিয়েছে। বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠান- প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরই সবচেয়ে বড় ও আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান। ক্রীড়ানুষ্ঠান শেষে বিভিন্ন ইভেন্টে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীদেরকে পুরস্কার প্রদান করা হয়ে থাকে। এ বিভাগে দায়িত্ব পালন করছেন প্রভাতি শাখার শিক্ষক জনাব মোহাম্মদ সোহরব হোসেন এবং দিবা শাখার শিক্ষক জনাব মোঃ সিরাজ সিকদার ও জনাব মোঃ সহিদুল ইসলাম। শিক্ষকদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় অ্যাথলেটিকস, ক্রিকেট, ফুটবল, হকি ও বাস্কেটবল খেলায় অত্র বিদ্যালয়ের খেলোয়াড়বৃন্দ অংশগ্রহণ করে উপ-অঞ্চল, অঞ্চল ও জাতীয়ভাবে বিজয়ী হওয়ার গৌরব অর্জন করছে। বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতাঃ ক্রীড়া যেমন শারীরিক সুস্থতা আনে তেমনি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মনের খোরাক যোগায়। ২০১০ সন থেকেই নিয়মিত ভাবে প্রতিবছর বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে আসছে। বর্তমান প্রধান শিক্ষকের ঐকান্তিক আগ্রহে এবং প্রচেষ্ঠায় এটা সম্ভব হয়েছে। এই বিভাগের দায়িত্বে আছেন -দিবা শাখার শিক্ষক জনাব শিউলী সাহা ও জনাব গোপা ভট্টাচার্য এবং প্রভাতি শাখার শিক্ষক জনাব মেহেরুন নেছা রিকু ও জনাব পুরবী সরকার। অনুষ্ঠান শেষে বিভিন্ন গ্রুপে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অর্জনকারীদের পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। স্কাউট ও রেড ক্রিসেন্ট কার্যক্রমঃ মানব সেবার মহান আদর্শে ছাত্রদের উদ্বৃদ্ধ করে তোলাই বাংলাদেশ স্কাউটস ও রেড ক্রিসেন্ট এর মূল উদ্দেশ্য। বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে শৃঙ্খলা এবং সেবা দানের সাহায্যকারী হিসাবে তাদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। বন্যাদুর্গত এলাকায় ত্রান বিতরণে অত্র বিদ্যালয়ের স্কাউট ও রেডক্রিসেন্ট দলের অবদান রয়েছে। বিভিন্ন ক্যাম্পে স্কাউট দল অংশগ্রহণ করে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে সুনাম অর্জন করে আসছে। স্কাউট ও কাব স্কাউট দলের দায়িত্ব পালন করছেন যথাক্রমে প্রভাতি শাখার শিক্ষক জনাব মোঃ ফারুক আলম ও মোঃ মানিক সরদার দিবা শাখার শিক্ষক জনাব মিজানুর রহমান খান। রেড ক্রিসেন্ট দলের দায়িত্বে আছেন জনাব দুলাল চন্দ্র বণিক (প্রভাতি) ও জনাব এইচএম সাজ্জাদ হোসেন (দিবা)। বি.এন.সি.সি (সুন্দর বন রেজিমেন্ট): অত্র বিদ্যালয়ে রয়েছে বি.এন.সি.সি- এর বিভিন্ন কার্যক্রম। সামরিক আদলে ইঘঈঈ ক্যাডেটদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। দেশের ক্রান্তিকালে এই ক্যাডেটরা সামরিক বাহিনীর পাশে থেকে সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করে। ক্যাডেটবৃন্দ জাতীয় পর্যায়ে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে থাকে। নিয়মিতভাবে সপ্তাহে দু’টি ক্লাস পরিচালিত হয়। এই শাখার দায়িত্বে আছেন শিক্ষক জনাব মোহাম্মদ সোহরব হোসেন (প্রভাতি)। কৃষি বিভাগ ও বনায়নঃ বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। বনায়নের মাধ্যমেই অনুর্বর ধরনী সবুজে শ্যামলে সুশোভিত হয়। কৃষি বিভাগের সুযোগ্য শিক্ষকদ্বয় প্রধান শিক্ষক জনাব সাবিনা ইয়াসমিন এর পৃষ্ঠপোষকতায় শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে স্কুলের আঙ্গিনায় বিভিন্ন ফল-ফুল ও শাকসবজি চাষাবাদ করে থাকেন। এ বিভাগের দায়িত্বে আছেন প্রভাতি শাখার শিক্ষক জনাব মোঃ মানিক সরদার এবং দিবা শাখার শিক্ষক জনাব এইচএম সাজ্জাদ হোসেন। ৬ষ্ঠ - ৮ম শ্রেণিতে ৫০ নম্বরের আবশ্যিক ও ৯ম - ১০ম শ্রেণিতে ১০০ নম্বরের ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে পাঠ্য। চারু ও কারু বিভাগঃ “রং তুলিতে ছোপ ছোপ মাঠের পাশে ঝোপ ঝাপ।” জীবনের বিচিত্র রূপ রং-তুলির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এ বিভাগের দক্ষ ও সংবেদনশীল শিক্ষক জনাব মোঃ মাহমুদ চৌধুরী (প্রভাতি) ও জনাব মোঃ আজাহারুল হক (দিবা) উৎসাহী ছাত্রদের রং তুলির আঁচড়ে ‘জীবন যেখানে যেমন’ চিত্রায়নে সাহায্য করেন। বিজয় দিবস, শহীদ দিবস, ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস, মহান স্বাধীনতা দিবসে ছাত্রদের মধ্যে চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। অনুষ্ঠানে বিজয়ী ছাত্রদের মধ্যে পুরস্কার প্রদান করা হয়ে থাকে। পাঠ্য বইতে সংযোজিত নতুন বিষয়সমূহঃ জ্ঞানের পরিধি দিনে দিনে বিস্তৃত হওয়ায় আধুনিক বিশ্বের সাথে খাপ খাওয়াতে নতুন নতুন বিষয় সংযোজিত হচ্ছে। কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, ক্যারিয়ার শিক্ষা, ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং ইত্যাদি। বাউবি’র টিউটোরিয়াল ক্লাসঃ অত্রবিদ্যালয়ে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (বাউবি) - এর এস.এস.সি প্রোগ্রামের কার্যক্রম ১৯৯৫ সালে শুরু হয়। বর্তমানে ১ম ও ২য় বর্ষের ক্লাশ পরিচালিত হচ্ছে। বিদ্যালয়ের দিবা শাখার শিক্ষক জনাব মোঃ মিজানুর রহমান খান সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করছেন। পুরস্কার প্রদানঃ অত্র বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে মেধাবী ছাত্রদের মধ্যে পুরস্কার প্রদান করা হয়ে থাকে। PEC, JSC এবং SSC পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ছাত্রদের মধ্যে আনুষ্ঠানিক ভাবে ‘সম্মাননা ক্রেস্ট’ প্রদান করা হয়। এ ছাড়াও প্রাথমিক ও জুনিয়র এবং এস.এস.সি. বৃত্তি পরীক্ষায় ট্যালেন্টপুল ও সাধারণ গ্রেডধারী ছাত্রদেরকেও পুরস্কৃত করা হয়। বার্ষিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের দিন প্রত্যেক শ্রেণির ১ম, ২য় ও ৩য় সহ সম্মিলীত মেধা তালিকায় ১০ম স্থান পর্যন্ত ছাত্রদের মধ্যে পুরস্কার প্রদান করা হয়ে থাকে। বিদায় সংবর্ধনাঃ নিয়মিতভাবে এস.এস.সি. পরীক্ষার্থীদের বিদায় দেওয়া হয় অত্যন্ত আন্তরিকতাপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। সুন্দর ভবিষ্যতের লক্ষ্যে সম্মুখপানে এগিয়ে যাওয়ার কামনায় এ বিদ্যালয়ে দীর্ঘ ৮ বছরের পরিচিতি ছাত্রদের ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বিদায় দেওয়া হয়। পরিশেষে বলা যায়, বরিশাল জিলা স্কুল হল দক্ষিণবঙ্গের শিক্ষা বিস্তারের সূতিকাগার। এখান থেকেই ১৯৯৯ খ্রি: শুরু হয় বরিশাল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের কার্যক্রম। ২০১১ খ্রি: থেকে শুরু হয় বিদ্যালয়ের কলেজ ভবনে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় এর কার্যক্রম যা এখনও বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী ক্যাম্পাস হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।